মনোরমা

মনোরমা

মো. মাহতাব উদ্দীন

মনোরমা
মো. মাহতাব উদ্দীন
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ২০০/-(দুইশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন:
ISBN:

Monoroma by Md. Mahtab Uddin, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: November-2024, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid, Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 200/- (Two HundredTaka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

উৎসর্গ

আমার কনিষ্ঠ তনয়া
রওশন আফরোজ রিতু।

ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে কবিতা। ছন্দ-অলংকারের মিশ্রণে কবিমনে যে ভাবাবেগের উদয় হয় তাই কবিতা। কবিতা একটি সমাজ সভ্যতার ধারক ও বাহক। কবিতার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠে সে যুগের ভাষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা। কবিতা শুধু মানব মনের হৃদয়গ্রাহী কথামালাই নয় এর মাঝে লুকিয়ে থাকে গূঢ়তত্ত্ব। কবি তার কলমের আচড়ে তুলে আনেন সমাজের অন্যায় অবিচার, নিসর্গ প্রকৃতি। মানুষের আতের কথা উঠে আসে কবিতায়। প্রাসঙ্গিক বাস্তব জ্ঞানকে নির্মোহ করে তোলে। মানুষের বিবেকবোধ ও কর্ম স্পৃহাকে জাগিয়ে কর্মোদ্যমী করে তোলে কবিতা। কবিতা জীবনের কথা বলে, কবিতা স্বাধীনতার কথা বলে। কবিরা সমাজের মানুষের মনোজগতের চেতনার অনুভূতি সংগ্রহ করে শব্দ গেঁথে কবিতার দেহ নির্মাণ করেন। কবিতা কবির একান্ত অনুভূতির ফসল হলেও সে অনুভূতি পৃথিবীর আপামর অনুভূতির বহির্প্রকাশ। কবিতা মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য তৈরি করে। কবিতা সময়ের প্রকোষ্ঠে-চৌকাঠের ফ্রেমে বন্দি হওয়া বস্তু নয়। কবিতা দেশ কালের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিশ্বের অসীম সীমানায় নিয়ে যায়। কবি মনের চমৎকার শব্দের গাঁথুনি মানুষকে বিমোহিত করে। 'মনোরমা' কাব্যগ্রন্থে কবি মাহতাব উদ্দিন প্রতিটি কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন চমৎকার অলংকার উপমায়। প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের দোরগোড়ায় কালের আবহের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আশা করছি গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

সূচি

শুরুটা কোথায়? ❑ ১১
বয়স যখন ভাটির টানে ❑ ১২
মনুষ্য জীবন ❑ ১৩
চলমান বর্বরতা ❑ ১৪
লুকোচুরি ❑ ১৫
জানা অজানা ❑ ১৬
রহস্যাবৃত ❑ ১৭
কাব্যপাঠ ❑ ১৮
নান্দনিক সিলেট ❑ ১৯
মহামতি ❑ ২২
অনির্বাণ শিখা ❑ ২৩
প্রেমের সাধ ❑ ২৪
কেমনতর প্রতিবাদ ❑ ২৫
বিদায় বন্ধু বিদায় ❑ ২৬
আশা তুমি ভালোবাসা তুমি ❑ ২৭
বাবার লাশ ❑ ২৮
ভাঙন ❑ ২৯
দুঃখকে বিদায় ❑ ৩০
আমি আর কাঁদবো না ❑ ৩১
মুখ নয় শুধু চোখও ❑ ৩২
দুঃখকে বুকে ধরে রাখে ❑ ৩৩
স্বাধীন যদি হতে চাও ❑ ৩৪
বিদায় বন্ধু বিদায় ❑ ৩৫
ছোট বড় আনন্দ দুঃখ ❑ ৩৬
আনন্দ বেদনা ❑ ৩৭
আপন করে নাও ❑ ৩৮
নিন্দাবাদ ❑ ৩৮
৩৯ ❑ প্রত্যাশী
৪০ ❑ একই অঙ্গে এত রূপ
৪১ ❑ প্রাণ খুলে বসে আছি
৪২ ❑ গুণী মানুষের জন্য
৪৩ ❑ ছোট হয়ে আসে
৪৪ ❑ সময় এসেছে
৪৫ ❑ একদিন এক বয়সী লোক
৪৬ ❑ আমি শিল্পী নই
৪৭ ❑ মন খুঁজে হৃদয়
৪৮ ❑ সময় তন্ত্র
৪৯ ❑ নপুংসক
৫০ ❑ জন জোয়ার
৫১ ❑ তোমার যত গান
৫২ ❑ বোধের আলোয় দেখা
৫৩ ❑ বন্দি করেছি এক গানের পাখি
৫৪ ❑ কথাটা সত্যি
৫৫ ❑ আমরাও শহরে
৫৬ ❑ বাইরে এখন বৈরী বাতাস
৫৭ ❑ যে দেশে যুদ্ধ চলে
৫৮ ❑ তোমার বয়সী
৫৯ ❑ আমরাও এগিয়ে
৬০ ❑ আমার স্বপ্ন
৬১ ❑ স্বাধিকার চাইলাম বলে
৬২ ❑ স্মরণের আলেয়া
৬৩ ❑ অপ্সরী তুমি তোমরা
৬৪ ❑ শৈশবে একদিন

শুরুটা কোথায়?

মাঠ ভরা সোনার ধান ঘরে তুলবো
মাঠে গেলাম কাস্তে চালাবো
কিন্তু শুরুটা করবো কোথায়?
আইল ধরে ধরে-
উত্তরে গেলাম- শিষগুলো মাথা নাড়ছে।

মাঠে বাতাস ঝিরঝির হিমেল হাওয়ায়
দোল খাচ্ছে- আর বলছে শিষেরা
ওহে শখের কৃষাণ- এখানে এখনই শুরু করো না।
অন্যদিকে অন্য কোথাও যাও। ওদের ইঙ্গিতে আমি
বিপরীতে গেলাম। দক্ষিণ আমাকে গ্রহণ করলো না।

তাই আমি পূর্বের কাছে গেলাম। তারপর
পূর্বের কথায় আমি পশ্চিমে গেলাম
এভাবে দিক হতে দিগন্তর।

অবশেষে ভাবলাম
পশ্চিম ছাড়া আর তো কোনো দিকই খোলা নাই
তাই পশ্চিম থেকে কেটে ধান পূবে চললাম
উত্তর থেকে দক্ষিণে কেটে শেষ
গোলায় ভরবো সোনার ফসল দারুণ অভিলাষ
মারাইও করবো শেষ।

বয়স যখন ভাটির টানে

সে বার স্কুলে ব্যাঙ দৌড় হল
আমি দ্বিতীয়, জহির প্রথম
তখনতো লাফাতে পেরেছি বেশ
আর এখন জহির দাড়ি চুল পেকে
সত্তর উর্ধ্ব বুড়ো, আমার অবস্থাও একই।

বৃক্ষারোহণে আমি পারঙ্গম ছিলাম
গাছের আবডালে বসে আম, জাম, লিচু, বরই খেয়েছি
পাখির ছানা ধরে এনে ফিরিয়েও দিয়েছি।
সাঁতার কেটে পুকুরে গোসল ছিলো নিত্য অভ্যাস
এখন পুকুর নেই, গ্রামগুলোও শহুরে আদলের
গা ডুবিয়ে গোসল আর হয়ে ওঠে না।

তাই আমার শখ শহরের বাড়িতে
একটা চৌবাচ্চা থাকা চাই
গোসলের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা।
ধন্য জীবন ধন্য দেহ মন সার্থক জীবন পুরোটাই।

মনুষ্য জীবন

জীবন অর্থপূর্ণ, জীবন ঘটনা বহুল
জীবন নয় ফুল শয্যা, অনেক কষ্ট সাধ্য এবং ব্যয় বহুল।
চলমান জীবনে মানুষ অনেক কিছুই করে
বয়স বাড়ে, কর্তব্য বাড়ে, বাড়ে সৃষ্টিশীল মানুষের
কাজের সীমা পরিসীমা-

অঘটনও ঘটে যায় কারো কারো জীবনে
তবুও জীবন এগিয়ে চলে- থেমে থাকে না।
উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গেলে জীবন
নিচের দিকে নামতে শুরু করে-
সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা করে
একদিন শূন্যে মিলিয়ে শেষ হয়।
এটাইতো জীবনের গল্প।

সাধারণ মানুষ যোগ বিয়োগ ফল শূন্য
পূর্ণাঙ্গ মানুষেরা অর্থপূর্ণ রহস্যময়
মরেও তারা অমর জীবন্ত মানুষের কাছে
মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখরতার মত প্রবাহের মত
রাত্রির আড়ষ্টতার মত জীবন আলেখ্য তাদের
আলোকিত হয়- কিংবদন্তীর মত।

চলমান বর্বরতা

জরা মৃত্যু জীবের জন্য
জড় বস্তু অনড় থাকে সরে না
আয়ু ফুরালে মানুষ মরে-
শয়তান কখনো মরে না।

গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে
লোকালয়ে দেখি না শয়তান
তবে শয়তান, মানুষ থেকে দূরে না।
আগুনে পড়ে মানুষ পুড়ে
শয়তান কখনো পুড়ে না।

যুগে যুগে মনুষ্য দাম্ভিকতা দেখিয়েছে মানুষ
মানুষ করছে নিজেকেই নিধন
পশু যা পারেনি মানুষ তা পেরেছে
মানুষই হয়েছে ইতিহাস কুখ্যাত
মানুষ হয়েছে নিকৃষ্ট বর্বর।

চলমান বর্বরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ
মানুষ নিজেই প্রবহমান।

লুকোচুরি

খুব কাছের একজন মানুষ হারিয়ে গেলে
কোথাও তারে খুঁজে পাওয়া যায় না।
বিরল প্রজাতির পাখি কোন ঝোপঝাড় থেকে
হারিয়ে গেলে পৃথিবীর কোথাও
তাঁর দেখা মিলে না, তখন বিরল সে।

পৃথিবীতে এখন এই হারিয়ে যাওয়া
লুকোচুরি খেলা খুব চলছে।
দর্শক নিন্দিত এই খেলা তোমরা
কাকে দেখাচ্ছো?

আমরা তো আর উৎসুক নই-
তবে কেন চোখের সামনে খেলছো খেলা
খোলা চোখে সইবো কত আর
লুকোচুরি এই খেলা?

জানা অজানা

জানা অজানা
পৃথিবীর স্বাদ-বিস্বাদ
কোথায়? তা আমরা জানি না কেউ
তুমি আর আমি না জানলেও
অন্য কেউ জেনে থাকবে, জানবে, না জানলেও
দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছটার মত
ওকে আমরা জানি না তবে ও বাস্তব।

এই বাস্তবতার সুতোয় বোনা ইতিহাস
আমাদের বলে দেয়
জানা অজানার অনেক কথা।
আর যে কথা আমরা জানতে পারিনি
সে কথা জানার জন্য এগুতে হবে
ভবিষ্যতের অনাবিষ্কার তথ্যের জন্য
অপেক্ষমাণ থাকবো- আমরা।

রহস্যাবৃত

ওই যে আকাশের উড়ন্ত মেঘ বাতাসে ভেসে যায়
কখনো কালো, কখনো সাদা
আবার কখনো বা অতিশয় বর্ণিল রংধনুর রং
আমার রং রহস্যের পৃথিবী যে দিকে
দু চোখ যায় অবাক বিস্ময়ে ভাবি
এত রূপ রহস্য তোমার বুকে এই যে নদী
কুলু কুলু রবে অবিরাম ধায়
এই যে ফুল মৃদুমন্দ সমীরণে গন্ধ বিলায়
আঁধার গগনে উঠে চাঁদ পূর্ণিমায়
থোকা থোকা তারার মেলা আকাশ জুড়ে।

মাটির কোলে শত কোটি মানুষ আর
তাদের নিকট দূরে নানা প্রজাতির প্রাণিকুল
শীতে আড়ষ্ট গ্রীষ্মে গরমে যায় যায় প্রাণ
কখনো রৌদ্র ছায়ায় খোলা মাঠ
তুমুল বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়ায় একাকার পথঘাট
এরই মাঝে হয়তো কোথাও হারিয়ে যাবো
রূপকথার এই পাহাড়পুরে

স্বাদে-বিস্বাদে জীবনের জয়গান
কখনো দুঃখে দুচোখে বেদনার বান
মহা প্রাচুর্যের পৃথিবী তোমার বুক ভরে
মানুষ গড়েছে মহানগর নয়নাভিরাম
সেই শহর গাঁয়ের মোল্লা পুরোহিতে তুমি শিখালে প্রাণিকুলে
ধ্বংস সৃষ্টির মাঝে টিকে থাকার জটিল সংগ্রাম।

তুমি শিখালে তাদের
ধ্বংস সৃষ্টির মাঝে
টিকে থাকার জটিল সংগ্রাম।
নিয়ামত প্রাচুর্যের পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ
আল্লাহই করেছেন আমাদের দেখভাল।

কাব্যপাঠ

আজকাল মানুষ কবিতা পড়ে না
কবিতা পড়তে জানি না আমিও
শুনতে আমার খুবই ভালো লাগে।
কেউ যদি পড়ে শোনায় কবিতা
মনপ্রাণ দিয়ে শুনি।

আমি হয়ে যাই কবিতার
কবিতারা আমার হয়ে হৃদয়ের কথা বলে।
প্রেমময় মননে আমার সৃষ্টির ঢেউ তোলে
কবিতার শব্দে শব্দে আমি তন্ময় হয়ে
সুদূর আকাশে উড়ে বেড়াই
আমার আমিরে খুঁজে পাই।

আত্মার গভীরে
অর্থপূর্ণ জীবন অর্থবহ কথায়
প্রশান্তির নীড়ে
মনে হয় এইতো প্রথম
একান্তভাবে আমি
নিজেকে পেলাম ফিরে।

নান্দনিক সিলেট

পাহাড় বেষ্টিত সিলেট।
তুমি ধরে রাখতে পারলে না
আমাকে কিছুতেই কোনো মতে।

এইতো আমি যেমনটি এসেছিলাম চলে গেলাম অমনটি
তোমার অন্তর ছুঁয়ে ছেনে এইতো আমার ডোবানো রক্তিম
যেমন গাঢ় লাল যেন আমারই লহুতে চঞ্চুর নীবে
বুকে লিখে চলেছি, কবিতার পঙক্তি অবিন্যস্ত, কাগজের ধবধবে

বুনো হংসের মত উড়ে এসেছিলাম আমি এবং
আরো অনেকে- তোমার সবুজ অচল ছায়াতলে
খুঁজে নিয়েছিলাম আশ্রয়, শহরের অশ্বত্থ শাখায়
অনেকেই এবং আমি কারখানার আবডালে।

তোমার ফুলে ফলে মিটিয়ে তৃষ্ণা কেউ বা আগেই
ছেড়ে গেছে আশ্রয়, আমিও চলেছি অভিসারে
আমার দুরন্ত প্রেমিকার কর্মক্ষেত্র জানি না কোথায়?
হাতছানিতে সে আমারে ডাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের
উদাত্ত আহ্বান। আমিতো সাড়া দেবো হয়ে গেছি রাজী।

অনেকগুলো পাহাড় আগলে রেখেছো বুকে
আমি কোন ছাড় আজ মনে পড়ে বার বার
তোমার হৃদয় নিধি শাহজালাল আউলিয়া
তোমার বুকেই চির নিদ্রায় শায়িত।

স্মৃতির দেয়ালে ঝুলানো ছবিগুলো আকাশ বিস্ফারিত
মনের চোখ খুটে খুটে দেখে
কতবা ম্লান কতক উজ্জ্বল তোমারই সে সব ছবি
বড় ভালো লাগে আমার।

দেখেছি তোমার নানা সাজে ষড়ঋতুর এই বাংলায়
গ্রীষ্মে তোমার টিলাময় মাথায় বৃক্ষরাজি
উসকোখুসকো চুল। বর্ষায় তোমার অধরে
কালো মেঘ জমে নামে ঢল অবিরল।
অবিশ্রান্ত আমি দেখেছি দু'চোখ ভোরে।

গ্রীষ্মের উন্মাদনা বিরহিণী বর্ষার বিলগুলো তোমার
আকাশ পানে চেয়ে তাথৈ উল্লাসে আরো পানি চায়।
তোমার নগ্ন বুকের নরম মাটিতে সবুজ শস্য ক্ষেত
অনুপম। সুবিন্যস্ত খোপায় তোমার প্রেমিক
হাত বুলিয়ে সোহাগ করে জড়িয়ে উষ্ণ বুকে
বর্ণালী মেখে মুখে ঘুমাও তুমি নিত্য সুখে।

শরৎ আকাশ তল তোমার বনতল
সুষমামণ্ডিত ভিতরে বাইরে উতল
সবুজ বন আর পাহাড়ী ঝোপঝাড়ে
পাতার ভাঁজে ভাঁজে পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়
আনন্দ বাসর।

তোমার চা বাগানগুলো করেছে আমারে উন্মন
কচি পাতার ফাঁদে বহুবার আটকা পড়েছে
আমার চঞ্চল নয়ন। অনেক কষ্টে মুক্ত
করেছি চোখ দুটোকে।

চা বাগান দেখেছি আমি কখনো দ্রুতগামী
ট্রেন যাত্রী হয়ে দৃষ্টির জাল আদিগন্ত ছড়িয়ে
কখনো বা পায়ে হেঁটে উচু নিচু টিলার ঢালু পথে
সবুজ পাতার স্পর্শ নিয়ে নিজেকে হারিয়ে
খুঁজে পেয়েছি বহুবার।

হেমন্তে দেখেছি তোমারে। সোনালি সূর্য চুম্বনে
তোমার ললাটের সোনার শিশির বিন্দু পড়েছে খসে
শস্য ভরা মাঠ আর নদী তীর মিলে সূর্যের
রাঙা ঠোঁটে হাসে যেন খাসিয়া উর্বশী মেয়ের
পান খাওয়া লাল টুকটুকে গাল।

শীতের সকালে ঘন কুয়াশার চাদর গায়ে
বর্ণিল উষ্ণ রোদের উমে তৃপ্তি পাও একাকিনী।
শীত আড়ষ্ট দেহখানি তোমার প্রাণবন্ত
হয়ে ওঠে বাসন্তী কোকিলের ডাকে
আসে ফাগুন আসে যৌবন তোমার অরণ্য পাহাড়ের
ফাঁকে ফাঁকে।

শীত সকালের সোনালি সূর্য
দেখে মনে হয় একটি কমলা পাকা
তোমার দিগন্তে ঝুলে থাকা
সে ফলেও তৃষ্ণা মিটিয়েছি স্বাদ মিটেনি আমার
মনে পড়লেই খেতে ইচ্ছে হয়
রসে টইটম্বুর কমলা তোমার
তবুও ছুটে চলেছি
শাহজালালের পুণ্য ভূমি
সিলেট তুমি ধরে রাখতে পারলে না আমাকে
কিছুতেই কোনোমতে।

মহামতি

ভিতরের আমারে দেখি না আমি
ভাবি বসে আছো তুমি 'কবি'।
বার বার আঁকি হৃদয়ে আমার
তোমার অচেনা ছবি।

যেখানেই থাকি যেমনি থাকি
অকপটে তোমার কথাটি মনে রাখি।
তুমি আমার প্রেম হে বন্ধু
তুমি আমার সকল অহংকার
তুমি ছাড়া অপূর্ণ আমি
ফাঁকাফাঁকা লাগে এ বিশ্ব সংসার

তুমি আমার ধ্যানের গুরু জ্ঞানের গুরু
যে ধন তুমি দিয়েছো আমারে
কখনো নিওনা কেড়ে
কথা দাও রাখবে কথা
কোথাও যাবে না কখনো আমাকে ছেড়ে
হে আমার প্রেম মহামতি।

অনির্বাণ শিখা

এখন আমার বহিরাঙ্গিনা ভরে গেছে প্রমত্ত বসন্ত বাহারে
শীত শেষের উম রোদে কী যে আনন্দ আমেজ
দিকে দিকে ফুরফুরে বাতাস মৌ মৌ গন্ধ
রং বৈচিত্র্যের পত্র-পল্লবে আপ্লুত মন
ঘটা করেই কাটবে বুঝি আমার এই নৈসর্গিক জীবন
তথাপি ভিতরে এখনও কেমন যেন গুমোট আঁধার
থেকে থেকে আলোর ঝিলিক দেখেও দেখি না
বিপত্তির আভাস- ।

আমার দেহে আমার মনে খেলা করে এক বোদ্ধা
প্রাণজ এই প্রকৃতির অধিশ্বর ।
বেলা-অবেলার এ খেলায় আসক্ত আমি
বাতাসে কান পেতে ওই শুনি ত্যাজি ও ক্রোধি
অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি অনাকাঙ্ক্ষিত কার
পরকীয়ার পদধ্বনি ।

প্রেম এক অনির্বাণ দীপ শিখা- শত দীপ জ্বেলেও
নিজে নিভে না
বহতা নদীর মত স্রোতধারা চলতে থাকে ।
বাঁক নেয়, তীর ভেঙে ভেঙে
সাগর সঙ্গমে মোহনায় মিশে ।

প্রেম এক অনির্বাণ দীপ শিখা
শত প্রদীপ জ্বেলেও নিভে যায় না
নদীর মত স্রোতধারায় বয়ে চলে
অবিরাম চলার পথে
নেমে যায় না ।

প্রেমের সাধ

আমি যতবার প্রেমিক হতে চেয়েছি
প্রেম আমারে করেছে ঘৃণা
এত দিনেও
কেন যে বুঝতে পারিনি
আমি কারো প্রেমের যোগ্য কি না?

নিবেদনে প্রেম পায় মূল্য
অজস্র ফুলের দামে
কিবা আসে যায় মানুষের
ভালো মন্দ নামে?

প্রেমিক খুঁজে মন
মনের মত কিনা
হাসনাহেনার গন্ধে আমি
মাতাল হয়ে ফুল ছুঁয়েছি
নাকের ভিতর সুবাস ঢেলে
গন্ধ বুঝেছি
প্রকৃতির এত রূপ সুধা পান করেও আমি
বুঝতে পারিনি সাধ মিটেছে কিনা?

কেমনতর প্রতিবাদ

চল্লিশ উর্ধ্ব মায়ের কুড়ি বয়সের মেয়ে
ঘরের বাইরে যাচ্ছে মা ডাকে দাঁড়াও
প্রতিদিনইতো যাই! কখনো ফিরাও নাতো মা?
আজ যে ফিরালে? শোন মেয়ে- এটা শহর।
রাস্তাঘাটে ছেলে ছোকরাদের ভিড়।

নষ্টিফষ্টি কি সব করে ওরা আরও কত কি?
ওরা মনে মনে মেয়েদের রূপ লাবণ্য লুটে নেয়
সে জন্যই তো শরীর বন্ধ করে বাইরে যাবে
কারো নজর না লাগে।

মন্ত্রটা বল শুনি
সামনে থুথু ফেলে পরে ডানে আর বামে।
এই তিন থুথু ফেলে বলবে-
সামনে থুথু ফেললাম আমি
বড় শয়তানটার মুখে
ডানে বামে ফেললাম থুথু
চামচাদেরই বুকে।

বিদায় বন্ধু বিদায়

অদৃশ্য আঘাতে কখনো কখনো
মানুষের মাঝে
ভাঙনের কবলে অব্যক্ত ব্যথা রক্ত ক্ষরণ
তবুও জীবন চলে থেমে থাকে না
কখনো কারো শুধু আহত মন জানে কোন সে আঘাতে
আজীবন বয়ে যাওয়া সেই অন্তঃহারা নদী
মরণ মোহনায় মিলে যায় জানা-অজানায়।
রুদ্ধ কণ্ঠে আসে না ভাষা
দুচোখে ছাপিয়ে জল
বুকে বল নেই মুখে হাসি নেই
ফেরাবে আমারে চেষ্টা বিফল।
আজ কেন যে মনটা আমার
এত বেদনা ভার?
আমিতো চলেই যাবো
স্মৃতিরাও হারিয়ে যাবে
খুঁজে কেউ পাবে না কোথাও
কোন দিন আর।
সুখে থেকো বন্ধু তোমরা
যদি পারি আমি থাকবো
তোমাদের কথা স্মৃতির কোঠায়
আজীবন ধরে রাখবো।
আমিতো চলে যাচ্ছি অচল চরণে নিরুপায়
বিদায় বন্ধু বিদায়
পিছনে তাকিয়ে দেখছি আমি তোমরা স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
আড়ষ্ট ভীরুতায়।

আশা তুমি ভালোবাসা তুমি

শত স্বপ্নে গড়া তুমি
তুমি জন্ম জন্মান্তরের আশা
সেই আশা নিয়েই বেঁচে আছি থাকবো
তোমাকেই আমি ভালোবাসবো।
জীবনে ঝড় যতই আসুক
আসুক যত নিরাশা।
তুমি আছো বলেই যুদ্ধময় পৃথিবীতে আমার
বেঁচে থাকার ইচ্ছে
তুমি আছো বলেই কণ্ঠ সাধি
সেধে সেধে আকুল
গতিময় ভাষার টানে তুমি আমার হও
আমি তোমার হয়ে যাই
প্রণয়ের ডোরে প্রাণকে বাঁধি
জীবনে আর কিছু পাই বা না পাই।
তুমি আছো বলেই চলায় চলায় ছন্দ আছে
বন্ধ হয়নি জীবনের পথ চলা
জীবনে আনন্দ আছে
বেদনায় বন্ধ হয়নি
জীবনের গল্প বলা।

বাবার লাশ

খাটের উপর চাদরে মোড়া
শাটান শোয়া মানুষ
ঘুমন্ত মৃত না জাগ্রত বোঝা ভার।

রোজ রোজ ওখানেতো বাবাই ঘুমোয়
আজ তবে কে?
জিজ্ঞেস করলাম কে?
সাড়া নেই নড়াচড়া নেই
সাড়া না পেয়ে আমি মর্মাহত।

হাত পা স্পর্শ করলাম হীম শীতল।
মানুষ কখনো এতটা শীতল হয়? হতে পারে?

মৃত কেউ? না লাশ?
কে সে? বেওয়ারিশ? সে কারো না।
কেউ তার নেই। অংশীদার কে তার।
আমি মুখের চাদর সরাতেই
চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলাম
বাবা বাবা...আ...আ...।

ভাঙন

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি ভাঙন
ধপাস ধপাস শব্দে তীর ভেঙে নদী গর্ভে বিলীন
মানুষের স্বপ্ন সুখের ঘর, পাখির বাসা মাথার উপর
সবুজ বৃক্ষ ফুল ফল ও ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ।

অদৃশ্য আঘাতে কখনো কখনো মানুষের মনে
রক্ত ক্ষরণ ভাঙনের কবলে।
সেই ভাঙ্গা হৃদয়ের ক্ষরণ চোখে পড়ে না
কখনো কারো
শুধু আহত মন তা জানে কোন সে
ব্যথায় আজীবন বয়ে যাওয়া সেই অন্তঃক্ষরা
নদী ক্ষরণ মোহনায় মিশে যায়

জানা অজানায়
স্বজনে বিজনে আত্মিক বন্ধনের ভাঙন
নদীকে হার মানায়
হার মানায় সুনীল সাগরকেও।

তুমি কি দেখেছো কখনো
আমি দেখেছি পিতার মৃত্যুতে দুচোখের পানিতে
দু'গাল ভিজিয়ে জড়াজড়ি করে
কাঁদে যখন স্ত্রী-পুত্র কন্যায়
অমন বেদনা-বিদুর ভাঙন ভাঙেনি কখনো কোন নদী
অনাহুত কোন বন্যায়।

দুঃখকে বিদায়

তোমার উন্মুক্ত বুক
ফসলের মাঠ নদীর ঘাট
প্রকৃতির গড়া কত সুন্দর পরিপাটি
বেড়াই হাসি আর খেলি

আমার কোন দুঃখ নাই
বুক ভরা সুখ আর সুখ
তোমার ভান্ডারে মা যা কিছু পাই
তাতেই জীবন ধন্য হয়

রত্নরাজির অভাব কোথায়?
তবেই কেন দুঃখ ভয়?
সামনে সুদিন তোমার আঙ্গিনায়
দুঃখকে তাই বিদায় জানাই।

আমি আর কাঁদবো না

মাকে বলেছি ‘আমি আর কাঁদবো না’
হাসবো শুধুই কাঁদবো না
কাঁদলে শুধুই চোখ ভিজে যায়
ফোটায় ফোটায় পড়ে জল
চোখ মোছাতে দে না মা তোর
শ্যামলা গায়ের কোমল আঁচল।

হাসবো আমি খেলবো আমি
লেখাপড়া করবো
বড় হয়ে সবাই মিলে
এ দেশটাকে সুন্দর করে গড়বো।

কাণ্ডারী হবো পাল উড়াবো
শিরটা উচু করবো
সামাল সামাল বিপদ কালে
প্রবল হাওয়া লাগিয়ে পালে
দেশের হালটা ধরবো
সোনার বাংলা গড়বো।

মাঠের পানে যখনই যাই
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি মরছে দেখে মনে বড়ই কষ্ট পাই
মরছে ওরা আরও মরুক আমি কেন দুঃখ পাই?
কষ্ট পাই! ওরা আমার পথের সাথী বন্ধু তাই।
আরও কত বন্ধু আমার ঝড় তুফানে মরে
ওদের কথা মনে হলেও চোখে জল ঝরে।

মিথ্যে মাকে বলেছিলাম, আমার কোন বন্ধু নাই
বন্ধু ছাড়া এ জগতে কারো কাছে মূল্য নাই।
সবার সুখে হাসবো আমি কখনো আর কাঁদবো না।

মুখ নয় শুধু চোখও

তুমি চোখ মেলে চেয়ে থাক
দৃষ্টির জাল ফেলে রাখ
আমার দুটো নয়নে ।
শুধু মুখটা নয়তো তোমার
চোখ দুটোও কাছে টানে
লজ্জা রাঙা ঠোঁটে তোমার
আজ কত কথা ফোটে

তুমি গাইলে সে গান কেমন হতো
শুনিনিতো করো না সুর নতুন তোমার গানে
তোমার হাসি বাঁশি হয়ে বুকে আমার
ঢেউ তুলে যায় নদীর ঢেউয়ের মতো
আর কতকাল ভাববো আমি
ভাবনা শত শত।
মুক্ত কর গানের পাখিরে আমার
বাঁধন খুলে রাখো।

দুঃখকে বুকে ধরে রাখে

বুক ভরা সুখ আর
মুখ ভরা হাসি
প্রীতি বন্ধনে লাগে কথা রাশি রাশি
আর আনন্দে বিভোর হতে চাই প্রাণে প্রাণ
সুরের মাধুরী ঢেলে কর আরও আরও গান
প্রকৃতির মানুষ কত ভালোবাসে।
তার কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসে।

দেখা যদি পাও প্রিয়জন কারো
ফিরে ফিরে চাও ভালো লাগবে অন্তরে তারও
মানুষ ভালোবাসে মানুষ।
পাখিরা পাখি,
মানুষের বুকেই মানুষের সুখ
দুঃখকে বুকে ধরে রাখি।

স্বাধীন যদি হতে চাও

স্বাধীন যদি হতে চাও স্বাধীনতার ডাক দাও
হুংকার মার- জোরে
দাসত্বকে দূর করে দাও
নিকট থেকে দূরে।

একটি ইতিহাস যত দূরে মনে পড়ে,
শেখ মুজিব একটি নাম
জন্ম নিল বাংলার একটি ঘরে।
৭১ এর বাংলাদেশ স্বাধীন করার শেখ মুজিবের
বজ্র কণ্ঠের হুংকার
বিশ্বের বিস্ময় আঙুল নাচিয়ে বলা
বাঙালির অহংকার।

ন'টি মাস যুদ্ধ করে
একটি জাতি পেলো যে দেশ
সে দেশ বাংলাদেশ
আজ আমাদের স্বাধীন দেশে
লাল সবুজের বিজয় পতাকা উড়ে
দাসত্বকে দূর করেছি আমরা
নিকট থেকে দূরে।

বিদায় বন্ধু বিদায়

রুদ্ধ কণ্ঠে আসে না ভাষা
দুচোখ ছাপিয়ে ঝরে জল
বুকে বল নেই মুখে হাসি নেই
ফেরাবে আমারে? চেষ্টা বিফল।

আজ কেন যে মনটা আমার
এতটা বেদনা ভার?
আমিতো চলেই যাবো, স্মৃতিরাও হারিয়ে যাবে
খুঁজে কেউ পাবে না কোথাও
এই আমারে কোনো দিন আর ।

সুখে থেকো বন্ধু তোমরা
যতটা পারি আমিও থাকবো
তোমাদের কথা স্মৃতির কোঠায়
আজীবন ধরে রাখবো।

আমিতো চলে যাচ্ছি অচল চরণে নিরুপায়
পিছনে তাকিয়ে দেখছি আছো তোমরা
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট ভীরুতায়।
বিদায় বন্ধু বিদায়।

ছোট বড় আনন্দ দুঃখ

অল্প আনন্দে মানুষ স্মিত অস্ফুট
চাঁদের হাসি হাসে
বেশি আনন্দে সূর্যের মতন খলখলিয়ে হাসে
হাসি আনন্দে রকমফের আছে।

তাহলে দুঃখ কষ্টের? ওটাতো কখনো মাতার
কখনো বা নদীর মতন শ্রাবণের বর্ষার
মতন হৃদয়ের গভীর থেকে কষ্ট বেরিয়ে আসে
আকাশ ছাওয়া কালো মেঘে ঘোর অন্ধকার
দিনভর রাতভর ঝরতেই থাকে।

চাওয়ার মত পাওয়া হলে আনন্দ আছে
না পেলে বেদনা কষ্ট
আর কিছু পেয়ে হারালেও কষ্ট অল্প ব্যথা।
প্রিয়জন হারানোর বেদনা বেশি কষ্টের, বেদনার
সে ব্যথার তুলনা নেই, নেই উপমা সে যন্ত্রণার।

আনন্দ বেদনা

অল্প আনন্দে মানুষ মৃদু হাসে
প্রথম চাঁদের হাসি
বেশি আনন্দে খলখলিয়ে
সূর্যের হাসি হাসে।

বড় প্রেম কাছে টানে
বিচ্ছেদে গহীন বনবাস
যে হৃদয় ভালোবাসে সেইতো কাছে আসে।

অর্থবহ যাপিত জীবন পরম আনন্দে সহবাস
চেয়ে পেলে তৃপ্তি আছে, আছে আনন্দ
না পেলে দুঃখ নিরানন্দ
বুকের ভিতর তোলপাড় সারাক্ষণ গুমোট আঁধার পোষে মন
সুখ দুঃখের রকমফের চাঁদর সূর্যের মতই

আপনজন হারানোর বেদনা
কি ব্যথাময় যন্ত্রণা
যে ব্যথা হৃদয় কখনো ভুলতে পারে না
কালো মেঘে আকাশ ছাওয়া শ্রাবণের বর্ষা
বানিয়ে দুচোখ কাঁদুক যতই।

আপন করে নাও

ফুল দিয়ে বরণ সেতো অনেক ভালো
জানি, তবু চাইবো আমি বরং পারো যদি
আমার চলার পথের কোনো কাঁটা
তুমি হারিয়ে দাও
মায়াকান্নার লোনা জল দু'চোখ ছাপিয়ে
আর ঝরিও না
বরং পারো যদি
হৃদয় ছোঁয়া খোলা হাসি হেসে
প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে কাছে টেনে নাও।
সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আপন করে নাও।

নিন্দাবাদ

নিন্দুকেরে নিন্দা জানাই
যারে তারে নিন্দা কর
মানুষ চেনো নাই।

যারে তুমি করছো নিন্দা
তার পিছনেই আছি আমি
তা কি দেখো নাই।
তোমার উপর আসবে লানত
ভেবে দেখ নাই।

প্রত্যাশী

পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয়ের আভাস
যেন বঁধুর ঠোঁটে লাল লিপস্টিক
দেখ দেখ পৃথিবী তার পূর্ব দুয়ার
খুলে দিলো আলোর রথে দিন
মাধুরী পশ্চিমে ছুটে চললো।

অনিবার্য কার সাথে দেখা হবে তার
আমি কিছুই জানি না। তবে যাত্রা শুরু
হয়ে গেছে বুঝে গেছি আমি কেন
ঠায় বসে? সূর্যোদয় হয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙে গেলে প্রাতের পাখিরাও
থাকে না বসে গাছে।
যে দিকেই হোক
যাত্রা আমার শুরু হোক।

প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ থাকে
প্রতিদিন অভ্যাসমত আমারও আছে।
দিন মাধুরীই বলি আর প্রকৃতি সুন্দরীই বলি
তাদেরও আছে হরেক রকম কাজ, আছে
সুন্দরী সাজে নিজেকে সাজাবার
বিলাস অভিলাষ।

আমি সাজি বা নাই সাজি
কথা দিয়েছি তোমাকে সময় হলে
আমি আসবো চলে তুমি থেকো রাজী
প্রত্যয়ে প্রত্যাশী।

একই অঙ্গে এত রূপ

একই অঙ্গে এত রূপ শুধু তোমার না
আরো অনেকের আছে আমার মায়েরও আছে
আমার অনেক বোনের আছে নীল আকাশে
ভেসে যাওয়া মেঘেরও আছে।

একটি শিশু মাকে দেখে শিশু সুলভ চোখে
আমিও দেখেছি মাকে, মা আমার সামর্থ্যে সৌন্দর্যে
রূপ লাবণ্যে আমার প্রাণ জুড়ানো অদ্বিতীয়া, বাবারও
মন মাতানো পরম প্রিয়া।

মায়ের কোলে আসার পর সহজে তার কোল ছাড়িনি
শত কাজের মাঝেও মা আমার পেট পুরিয়েছে দুধে।
কোলে থেকেই আমি মায়ের মুখ ছুঁয়েছি ছোট্ট আঙুলে
ছুঁয়েছি তার নরম গাল উজ্জ্বল ফর্সা কপাল। এভাবেই
ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমি ছুঁয়েছি মায়ের অন্তর মায়ের মন।

একটি তরুণ একটি তরুণীকে দেখে ভাবে স্বপনচারিণী
আমিও কি দেখিনি? ভাবিনি? তোমাকে?
একটি শিশু যুবক হয় ক্রমশ প্রৌঢ় বৃদ্ধ।
আমরা সবাই প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলায়
অভ্যস্ত। পিছন চলার উপায় নেই।

প্রাণ খুলে বসে আছি

আজ আমার অনেক কথাই মনে পড়ে
স্রষ্টার পৃথিবী নামক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে ইচ্ছে করে
অনেক কিছুই দিয়েছো খোদা ধন্য করেছো দিয়ে সব
যত উপহার জীবনে আমার প্রয়োজন যত উপাচারে পাবো।
সাজিয়ে রেখেছো রূপের পৃথিবী তোমার আমার ভিতরে আমার বাইরে
হাতের মুঠোয় কতক দৃষ্টির সীমানায় আর কত যে
ছড়িয়ে রেখেছে সীমাহীন দিগন্তে তুমিই জানো।

আমি দেখি আর ভাবি কি বিশাল আয়োজন তোমার
এই মহা আয়োজন কি শুধুই খেলা নাকি মহান উদ্দেশ্যে গড়েছো তুমি
এতো কিছু পেলাম তোমার তবু নিজেকে পূর্ণ করার কিছু পেয়েছি
কিনা আজো জানতে পারিনি। হৃদয়টা চঞ্চল কেন সে শান্তি
কপোত হয়ে আকাশে উড়ে না বাতাসে তোলে না তার পতপত ধ্বনি।

পাখার বাক-বাকুম শব্দে কেন আমাকে এখন আর উতল করে না
দখিনা মিষ্টি মলয় এসে আমাকে বলে না চলো কবি
নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমগ্রই তোমাকে দেবো তুমি শুধু আমার
এই হাতটা ধরো আমাকে ধন্য করো এর চেয়ে বড় চাওয়া
পাওয়া আর কি হতে পারে।

তোমার পৃথিবী আমাকে দিল এই দেহ মন প্রাণ
আমি অনেক কষ্টে যোগাচ্ছি পুষ্টি দেহের মনের জন্য খুঁজে
নিলাম মন প্রাণের জন্য কি করে পাবো আরো প্রাণ
সে কথা কেউ বলে দিলে না কী আঁধার ঘোরে আমি
প্রাণ খুলে বসে আছি থাকবো কতকাল?

গুণী মানুষের জন্য

আবছা আলোয় দেখা, কোনো কিছু
আর অল্প কিছু জানা
দুটোই ভুলের জন্ম দেয়।

অল্প কিছু খাওয়া আর অল্প কিছু শোনা
দুটোই আগ্রহ বাড়ায়
সুন্দর হয়ে চলা সুন্দর কথা বলা
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।
সন্দেহের আচরণ প্রিয়জনের ভাঙে মন
ব্যক্তিত্বের বিনিময়ে সে মন কাড়া যায়।

ভাঙার চেয়ে গড়া কঠিন সম্পর্ক
গড়তে গড়তে মানুষ একদিন মরে যায়
পূর্ণ আলোয় দেখি বেশি বেশি শিখি
পরিমিত খাই ভালো করে শুনি
আসছে যারা মানুষ নতুন স্বাগত জানাই

তাদের বলি চলো বন্ধু
সুন্দর সুপথে সুন্দর কথা বলো
চলো আমরা সবাই মিলে
মানুষ হই গুণী
আমরা এই দেশটাকে সুন্দর করে সাজাই।

ছোট হয়ে আসে

ক্রমশ মন ছোট হয়ে আসে
বড় ছিল কবে মন? মনে নেই

তবে মানুষ যখন মানবতায় নিমগ্ন থাকে
তখন সে অনেক বড় মনের মানুষ।
সামাজিক অবক্ষয়ে দিন দিন
পাথরের মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষুদ্র হয়।

এভাবে ছোট হতে হতে একদিন তার মন
শূন্যে নেমে যায়।
কালক্রমে শূন্যে নেমে
মানদণ্ড, তখন আর মানুষ থাকে না সে।

পশুর সমগোত্রী হয়ে মানুষদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, শ্লোগান দেয়
বিরাট বিরুদ্ধ শক্তি রূপে উত্থান ঘটে অপশক্তির।

সময় এসেছে

সময় এসেছে মানুষ শুনবে
পশুদের শ্লোগান
আর প্রহর গুনবে ভয়ে ভয়ে
এই এলো বুঝি সেই নির্দেশ
পশুদের কঠোর উচ্চারণ
শহর ছাড় কর প্রস্থান
পালিয়ে যাও বনে জঙ্গলে
শহরগুলো এখন আমাদের।

কখন থেকে সে মানুষ?
আর কখন কে যে পশু?
মানুষ পশুর ব্যবধান এত দ্রুত বদলায়
এ যেন এক রৌদ্র ছায়ার খেলা
মেঘ বিজলীর কান্নাহাসি
নাকি সময়ের অবহেলা
এর সাথে তার মেলামেশায়
ইয়ার্কি মেরে কেউ কেউ হাসবে
কেউ আবার বেঁকেও বসবে।

একদিন এক বয়সী লোক

দর্শক শ্রোতা ঘেরা জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে
বিনীত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন
উপবিষ্ট জনতার কেউ কি আমারে নিবেন?
শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিবেন
আর ছোট্ট একটা বেড রুম।

সেদিন ওই লোকটাকে কেউ নিতে চাইলেন না
তিনি একবার দুবার তিন বার উচ্চারণ করলেন
মিনতি মাখা কণ্ঠের উচ্চারণ
দয়া করে কেউ কি নেবেন? কেউ?
কারো হাত উপরে উঠলো না
অনাবশ্যক মানব প্রাণী পোষা মানুষের শখ নয়।

নিরব দর্শকদের মাঝ থেকে একটি শিশু
মঞ্চের দিকে দৌড়ে ছুটে আসলো
হতবাক দর্শক খুবই উৎসুক দৃষ্টিতে দেখলো।
শিশুটি মঞ্চে লোকটিকে জড়িয়ে ধরে
কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, আমি নেবো তোমাকে বাবা
কাউকে দেবো না।

একটু পর লোকটি আবার মঞ্চে উঠে এলেন
অনামিকায় একটি হিরের আংটি
দর্শকদের দিকে হাত উচিয়ে তিনি বললেন
আংটিটি আমি আপনাদের দিতে চাই হাত উঠান
অনেক হাত উপরে উঠলো
হিরে খুবই দামী
সম্পর্ক তারও চেয়ে দামী।

আমি শিল্পী নই

আমি শিল্পী নই তবু আঁকি তোমার ছবি
আমি কবি নই তবু লিখি কবিতা
কেন আঁকি ছবিটা কেন লিখি কবিতা
তুমি জানতে চেয়ো না।

আমি সুরকার নই তবু সুরের ভুবনে হারিয়ে যাই
নতুন নতুন গানে
কণ্ঠ সেধে কারো মন কেড়েছি কিনা
তোমার মন তা জানে আমি জানি না।

তোমার ছবির চোখে চোখ রেখে রেখে
আমার কবিতা যদি ছন্দ হারায়
খুঁজে তারে পাবে কি না
আমি জানি না।

মন খুঁজে হৃদয়

চোখ দুটো আজ তোমাকে খুঁজে
মন খুঁজে হৃদয়
কেমন আছো? প্রশ্ন নিয়ে ঘুরি বিশ্বময়
যত দূরে যাও তুমি যতই সংগোপনে
মন তোমারে খুঁজে পায় মনের প্রয়োজনে
আমিও খুঁজে পাই মোবাইল ফোনে
অনেক কথাই হয়।
যুগের ভালোবাসা খুবইতো সহজ
তবু কি মেনেছো হার ও বন্ধু আমার?
যুগে যুগে প্রেমিক ছুঁয়েছে প্রেমিকার
মন দিয়ে মন করেছো জয়।

সময় তন্ত্র

গণতন্ত্র বলে আমরা যা জানি
আসলে তা হলো সরকার বদলের
কৌশলী ধারা
বিরুদ্ধ শক্তি পোষেণ যারা
তাদের সময়ের ইঙ্গিতে বইতে থাকে
আন্দোলনের জোয়ার।

পাগলা হাওয়ায় ফসলের মাঠঘাট
আন্দোলিত হতে হতে এক সময়
একদিকে ঝুকে পড়ে
আর তখনই পৃষ্ঠপোষকদের জয়।

একটা সময় পার হলেই শুরু হয়
আর একটি সরকারের সময়
যা আসলে গণতন্ত্র নয়
কৌশলে পালাবদলের সময় তন্ত্র।

নপুংসক

কিশোরীর হাত ধরার বয়স কিশোরের ঘুম চেপে বসলে
যে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে প্রাকৃতিক নিয়মে
ষড় ঋতুর আসা যাওয়া টের পাই, সময় উপযোগী
হয়ে উঠি আমরা আনন্দে আত্মহারা বেদনায় বিনষ্ট
বিলীন মাটিতে পানি মিশে কাদা।
জোড়া মোষ জোড়া হাঁস শালিক মানিক রতন জোড়
যোগ বিয়োগের টানাপোড়নেই সৎকার সুস্থ।

দাবানলে পোড়ে বন ঝুমঝুম শব্দে দাউদাউ শিখায়
সময়ে মনও পোড়ে চোখে মুখেই কেবল অভিব্যক্তি ফুটে।
সুখ শ্রাব্য গান ভালো লাগে, ভালো লাগে, ফাগুন
মধু মাস। ফাগুনে কোকিল ডাকলে স্বজন স্বজনের
কাছে থাকলে বয়সটা হলে যৌবন।

প্রস্ফুটিত ফুলের যৌবন দেহলতা, চোখে চোখ বাঁধা যায়
লেনদেনের পিছুটান নেই।
অসুস্থ দেহের মন বয়সের আগেই বয়স ভারে
ক্লান্ত নপুংসক শুধুই কালক্ষেপণ।

জন জোয়ার

আমার পাথর বুকে তোমার নিস্ফলা লাঙ্গল
ওহে শীর্ণ কৃষক কর্ষণ যতই করো না তুমি
সবুজ সোনার মাঠ ছাড়া যে গোলা ভরা সোনার ফসল
শক্ত মাঠে ফলবে না।
এখানে গাঢ় অন্ধকার এমন মধ্য রাতে তোমার নিভু নিভু প্রদীপ
প্রখর আলোয় কখনো জ্বলবে না।
ওহে শীর্ণ মাঝি তোমার জীর্ণ পালে প্রমত্ত হাওয়া
যতই লাগাও
ডুবো চরের নদ-নদীতে
নৌকা তোমার হাওয়ার বেগে চলবে না।
আমার কঠিন হৃদয় তোমার নরম সুরে
খুব সহজেই গলবে না
আপন ভেবে গোপন কথা প্রাণ খুলে সে বলবে না।
কাজল মেঘের পাহাড় খুরে মাঠে ঘাটে ডুব
সাঁতারের সৃষ্টি সুখের বৃষ্টি আনো শ্রাবণ দুপুর বিকেল সন্ধ্যায়
সেই তুমুল বৃষ্টিতে আমার
শরীর বেয়ে নদ-নদীতে বান ডেকে যাক
জঞ্জাল যত দূর হয়ে যাক, আমার বুকের
শিরায় শিরায় পাথর বরফ গলতে দেখুক
জনপদের জন জোয়ার বিশ্ববাসী চলতে দেখুক
চক্ষু মেলে।

তোমার যত গান

ফাগুনে আগুন রঙ লাগে বনে, মনেও লাগে তারুণ্যের
ফাগুনের ছোঁয়ায় মন
আনমনা হয় আনচান করে ওরা প্রতি ভোরে
পাখি গীত কোরাস শোনে দখিনা হাওয়ায়
মধু সৌরভ বুক ভরে নেয় দম ওরা লাল ফুলে
সাজে, ওরা পাখি হয় ওরা বাতাসে ভেসে যায়
প্রিয়জনের কাছে অন্তরে অন্তরে গুনগুন করে
থ্রি জি মোবাইলে।

এদেশ এখন ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত শহর নগর গ্রাম
ব্যস্ত পাখিরাও হিংস্র জীব-জানোয়ার সব
মানুষেরাও অমানবিক দানবিক হিংস্রতায়
পশুদের হার মানায় সাগরের তীর থেকে
মিষ্টিমিষ্টি হাওয়া এনে কাদের কপালে ছোঁয়াবে তুমি?

শুনিয়ে যাও তোমার সাধ্যমত পাখি
প্রতি ভোরে যেমন শোনাও
আর কেউ না শুনলেও আমি শুনি
তুমি গেয়ে যাও তোমার যত গান।

বোধের আলোয় দেখা

যত প্রশংসা তোমার প্রার্থনা যত আমার
তুমি সুন্দর তোমার ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা সুন্দর
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি, যতই দেখি মুগ্ধ হই।
কী বিশাল বিশ্ব গড়েছো তুমি আমাকেও
প্রয়োজন মত দিয়েছো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
কর্তব্যে সবাই অতন্দ্র প্রহরী।
আমি চাই,
আমাকে তোমার মত ইচ্ছে দাও
আমাকে বিশাল করে প্রভুত্ব দাও।
আমাকে হাজার জনম আয়ু দাও
আয়ু পেরুবার পথ দেখাও।
তুমি দিলে-
সুন্দর সুধাময় ফুল-ফল
দিলে পৃথিবীতে আমার বাঁচার অধিকার
আমার সকল ভোগ বিলাস নিয়ামত সামগ্রী
সঙ্গী করে দিলে স্বর্গীয় সাথী
অনেক কিছুই পেয়ে তোমার ধন্য হলাম আমি
তবুও কি সাধ মিটেছে আমার
এতসব ইচ্ছের যোগান তুমিই দিলে
তাপ পরিতাপ সারিয়ে নিলে
প্রার্থনা তাই তোমার কাছে
তোমাকে দেখার ইচ্ছে আমার
মিটিয়ে দিয়ো ইচ্ছেগুলো
আমার যত ইচ্ছে আছে।

বন্দি করেছি এক গানের পাখি

তোমাদের আকাশে ডানা মেলে ভাসে
নানা রঙ নানা জাত পাখিরা
আমার আকাশেও ওরা আসে।
তোমার নদী তীরে আমার সাগর পারে
আমাদের বন জুড়ে গায় গান যত পাখি
উড়ে যায় আকাশে
দোয়েলের শিসে কোকিলের মুহুর্মুহু কুহুতানে
রাখালিয়া বাঁশির সুরে মন উড়ে যায় সবচেয়ে দূরে
বহু দূরে। আমিও সুখের পায়রা হয়ে
আকাশে আকাশে খুঁজে বেড়াই গানের পাখি।
অনেক সাধনায়
আমি বাংলার আকাশতলে হিজল তমাল বনে
খুঁজে পেয়েছি এক ঝাঁক গ্রাম শালিকের ভিড়ে অন্যরকম
গাইতে শেখা বিরল প্রজাতির পাখি
যাকে আমি বন্দি করেছি খাঁচায়
আমার কথায় কথায় বলে সে
আমার আঙ্গিনায় বসবাস
মাঠে মাঠে আমার গেয়ে যায় গান
বনে বনেও বাঁধে বাসা
সে যে আমার আপন মনের
স্বপ্রেম ভালোবাসা।

কথাটা সত্যি

কারো বাবা চুপচাপ মাতাটা ভারী মিষ্টি
কারো মাতা মুখরা পিতাটা চণ্ডাল
সংসার এলোমেলো অনাচার সৃষ্টি
কথাটা সত্যি। ঘটে রোজ নিত্যি

হিমালয় আমার নয় অন্য কারো একই পৃথিবীর
বরফ গলা পানি নদী বয়ে নেয় সাগরে
প্রাকৃতিক পানির হিস্যা এতদিন পেয়েছি নিয়তির নিয়মে।
মানুষের ইচ্ছায় প্রকৃতি বদলে যাবে এ কোন সভ্যতা?
নদীর দেশের নদীগুলোর পানি নেই
নদীগুলো পানি তৃষ্ণায় কাঁঠফাটা রোদে ফাটে
কি করে বাঁচবে প্রাণিকুল বাঁচবে তীরে তীরে বৃক্ষেরা
নাব্যতাহীন নদীগুলো জাহাজের বুকে বুক মিলিয়ে কাঁদে।

ডুবো চরের চোরাবালিতে নৌকা ঠেকে যায়।
মিঠে পানির স্রোতধারায় মাছে ভাতের বাঙালিদের
সব বদলে দিচ্ছে প্রতিবেশী কেউ বদলে যাচ্ছি
আমার কথাটা মিথ্যে নয় আজকের শহর একদিন ছিলো নদীচর
এমনটা হয় প্রতিনিয়ত বৃক্ষের নতুন পত্র-পল্লবে সেজে উঠার মত
শহর নগর গ্রাম সমেত বিবর্তন আমাদের চারিধারে।

আমরাও শহরে

গ্রাম বাংলার বাংলাদেশে শহর গড়ছি আমরা ইটে ইটে
নির্মাণ সামগ্রীতে
গড়ছি রাজপথ জনপথ মাকড়সার জালের আদলে
আমাদের সব যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী সিলেট ইত্যাদি নামের বেশ কটি
শহর গড়ছি আমরা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় এমন কি
জনসংখ্যার আধিক্যেও বিস্তৃতি সব দিকে।

পৃথিবীর বড় বড় শহর লন্ডন, বেইজিং, বোম্বে, টোকিও, হংকং
সিঙ্গাপুর, মক্কা, মদিনা, দেখেছি, বিস্মিত হয়েছি নয়নাভিরাম
এই শহর মহানগর দর্শনে।

মতিঝিল শাপলা চত্বর মহাখালী ওভার ব্রিজ বনানী
উড়াল সেতু ঢাকার আভিজাত্য
আমি তোমায় ভালোবাসি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া
বাংলাদেশের রাজধানী বাসিন্দা আমরাও শহরে।

শহিদ মিনার অম্লান স্মৃতি ভাষা শহিদের
রফিক শফিক জব্বার বরকত জীবন দিয়ে
বাঁচিয়ে গেলেন মাতৃভাষা বাংলা ভাষার প্রাণ
বুকের রক্ত রঙে রাঙিয়ে রাজপথ এই শহর ঢাকার
২১ শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস

একটি পতাকা সবুজে লাল সূর্য আঁকা
স্মৃতিসৌধ শিরের পতপত উড়ে চির উন্নত
আমরা উড়াই আমাদের জাতীয় পতাকা
আমাদের অহংকার আমাদের পরিচয়।

বাইরে এখন বৈরী বাতাস

বাইরে এখন বৈরী বাতাস
এমন সময় বন্ধু আমার
ঘরের বাইরে ডেকো না
আমার স্বপন আমার গোপন
আমার আপন তোমার করে
লোকালয়ের পথের ধূলায় ফেলো না।

জ্বলছে শহর, জ্বলছে নগর
জ্বলছে গ্রাম সব
এত আগুন, দিকে দিকে
কোথায় যাবো নিরাপদে? নিরবতা
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সারাদেশ
তোমার আমার নিরাপত্তা
হয়েছে নিরুদ্দেশ।

ভরসা রাখো বুকের ভিতর আল্লাহ যেন সহায় থাকেন
প্রার্থনা কর তারই কাছে সবার মালিক
তিনি যেন সব মুছিবত দূরে রাখেন।

যে দেশে যুদ্ধ চলে

যে দেশে যুদ্ধ চলে
সেখানে কেউ নিরাপদ নয়
আগ্রাসীরা আক্রমণে
আক্রান্তেরা প্রতিরোধে প্রতিশোধে
একে অপরের প্রতিপক্ষ।

নিরাপত্তাহীন জন জীবন
আগ্রাসীরা বিজয়ের নেশায়
দিগ্বিদিক ছুটে বেড়ায়
তখন কে আক্রান্ত
কে সাধারণ

আগ্রাসী অন্য অনাগ্রাসী শত্রুমিত্র
কিছুই বিবেচ্য নয়
চারিদিকে অন্ধকার, কেবলই মৃত্যু ভয়।

তোমার বয়সী

তোমার বয়সী আমারও একটি মেয়ে
তোমার মত পান্তায় কাঁচা লংকা ঘষে
কাঁচা পিঁয়াজ কামড়িয়ে লাগায় নুন
মায়ের বকুনি খেয়ে গোস্বায় আগুন
বাবার আদরে বদলে যায় প্রিয় ফাগুন।

তোমরা আমাদের ফাল্গুনী পুষ্প
ফুটে থাকো থরেথরে
আমরা ডাকি মা তোমাদের
তোমরা বড় হও সুখী হও সংসারের
প্রার্থনা যত তোমাদের তরে।

আমরাও এগিয়ে

চীন জাপানি ছেলে-মেয়েদের দেখে মনে হতো
ওরা কত সুন্দর
ওদের দেহ কত বলিষ্ঠ টসটসে
ওদের চোখে মুখে অনিন্দ্য দীপ্তি
বৈশাখী র‍্যালিকে চোখ মেলে দেখি

আমাদের শিশুরা আজ কত প্রাণবন্ত কত হাসিখুশি
গোটা রাষ্ট্রে আজকে আছে পরিবর্তন
মনে হচ্ছে আমরাও এগিয়ে চলছি
থেমে নেই আমাদের পদযাত্রা

আমরাও সব কাজে চলেছি এগিয়ে
আর দু দশ জনের মতোই
আমরাও সাধ্যমত এনেছি গতি
আমাদের দুপায়ে
অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবো একদিন।

আমার স্বপ্ন

আমি স্বপ্ন দেখি
সুকান্ত কাব্যের মোরগ,
কুক্কুরে-কুক ডেকে উঠা সুর ভোরে
আবার খাবার হয়ে নাস্তার টেবিলে ফিরে আসা

তারুণ্য ব্যক্তিত্বের সমাজ বরেণ্য হয়ে উঠা
লক্ষ প্রাণের ভালোবাসায় সিক্ত
মগডালে একটি লাল গোলাপ ফোটা।

নজরুল স্বপ্ন 'বিশ্বকে দেখবো আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে।'

রবি 'সাত কোটি বাঙালির হে বঙ্গ জননী
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।'

আমার স্বপ্ন, ৫৬ হাজার বর্গমাইলের জাগ্রতজনতা
এক পতাকাতলে অহিংস সমাজ গড়বে
রবি-নজরুল আর সুকান্তের স্বপ্নেরা এক হয়ে
আমার নয়ন দুটি ভরবে।

স্বাধিকার চাইলাম বলে

স্বাধিকার চাইলাম বলে
আগুন জ্বাললো ওরা সাগরপারের বাড়িটি ঘিরে
দাউদাউ আগুন যত্রতত্র সবখানে
আমার শ্যামল বাংলাদেশ পুড়ালো ওরা
ওরা বর্বর ওরা হায়েনা।

কত মা আর বোনের সম্ভ্রম লুটবি তোরা?
রটে গেলো দেখ বিশ্বজোড়া
লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যার নিষ্ঠুরতা
তাই লজ্জায় ঘৃণায় ইত্যাদি ক্ষোভে

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কবিকুল থেকে
আমার অভিসম্পাত
তোরা ধ্বংস হবি- ইয়াহিয়া, টিক্কা-নিয়াজি
পরের ঘরে আছিস বসে সরতে হবে
কতকাল কাটাবি রঙে রসে মরতে হবে।

স্মরণের আলেয়া

বহুদিন দেখা নেই, কথা নেই
মনেও পড়েনি কোনো ছায়া
পড়েনি পরিচিত পথে কোন স্মৃতি চিহ্ন
স্মরণের আলেয়া শুধু জেগেছে মায়া
কেননা মানুষ আমরা এক অভিন্ন।

কাউকে দেখে তোমার মত ভুল করে ডেকে বসি
ভেঙে ভুল লজ্জায় মরি
মন ঘোড়াকে চাবুক মারি জোরসে কষি।

যাকে ভালো লাগে আমার তাকে ভালোবাসতে পারি
যখন তখন তাকে দেখে রোদের মত খোলা আলোয়
খলখলিয়ে হাসতে পারি
তাকে নিয়ে কাব্য কথা লিখার ছলে অনেক কিছুই লিখতে পারি।

অপ্সরী তুমি তোমরা

পুরোনো পৃথিবী আমার হল স্বর্গের মতন সুন্দর
গাঢ় সবুজের মাঝে লাল নীল হলুদ বর্ণালী ফুল
কারো গন্ধে মন প্রাণ আকুল করা বর্ণে চোখ জুড়ানো
অপ্সরী যখন তুমি এলে।

রূপের পৃথিবী আমার অপরূপ হল দেখলাম দুচোখ মেলে
আমি এই প্রথম দেখলাম, না দেখা, তোমাকে সুন্দরের রূপ লাবণ্য
আমার দর্শক বিলাসী দুষ্ট দুটি চোখ মেলে, সত্যি তুমি সুন্দর
কী নেই বল তোমার বরং রূপ গন্ধ ছন্দময় কণ্ঠ
চোখে মুখে মায়াময় আলো হাসি
সুরেলা কণ্ঠ যেন বাঁশের বাঁশি
সবই তোমার আছে।

তুমি এলে বলেইতো আমি আজ ছন্দিত, নন্দিত
চেয়ে দ্যাখো আমার চারিপাশ কেমন পরিপাটি
ছন্দময় গন্ধময় চমৎকার সাজানো সব বেহেস্তী বাগান পৃথিবীর মাটি
হুর ও পরীদের নাচে গানে ঝংকৃত আকাশ বাতাস
এই ক্ষণে আমি কৌমার্য পেরিয়ে ওঠা
শুভ বুদ্ধির এক প্রাণবন্ত যুবক, এই

মনে নেই কোন পরকীয়া, নেই কোনো পশুত্বের ভোগ বিলাস
অপ্সরী তুমি! তোমরা এলে রূপের পৃথিবী আমার অপরূপ স্বর্গ হয়
তবে যে স্বভাব দুষ্ট মানুষেরা সব পরাভূত পশুত্বের কাছে
ধ্বংস যজ্ঞের কাছে?
ওরা কীর্তিনাশা, ওরা কেড়ে নেয় মানুষের ভালোবাসা
ওরা উপদ্রব তোমার আমার কাছে পৃথিবীর কাছে।

শৈশবে একদিন

নিজ আঙ্গিনা পেরিয়ে অন্যের আঙিনায়
যেতে না শিখার বয়সে একদিন
মাকে কীসের বায়নায় চটিয়েছিলাম?

আজ মনে নেই
সেদিনের সেই সন্ধ্যে বেলা
ক্ষমাহীন অপরাধে তাড়া করলেন মা
দৌড়ে পার পেলেও আমি
মুক্তি পেলাম না।

ঘরে ফেরায় নিষেধ জারি
দিতে না ভাত দিবে না কারি
অভিমানে কান্না পেল ঝরলো চোখে জল
সবাই মিলে থাকবে ঘরে আমি আঁধার বলে
এর কি হবে ফল?

তাই ভেবে কাঁদছিলাম আমি বুক হল ব্যথার নদী
বাধ ভাঙা ঢেউগুলো
খরস্রোতা নদী, দুচোখ আমার মেঘনা যমুনা
সেদিন প্রথম বুঝলাম আমি দিনের রঙ সবুজ আর
রাতের রং কালো বিদঘুটে
প্রথম প্রহর পার হয়ে গেল রাতে কেউ এলো না
ঘরে ফেরাবার।

এতটুকু দয়ার্দ্র মন কারো নেই
সবাই কি নিষ্ঠুর? আমি কাঁদলাম
অবশেষে ছোট পাখি টুনটুনি অভিমান ভাঙালো
আমার
তার ছোট্ট বাসার ঠিকানাটা দিয়ে।